প্রবন্ধাবলি, খণ্ড : ১১, জুলাই ২০১৯, ৩৯-৫২

প্লেটোর দর্শনে শিক্ষা : সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা

প্রমথ মিস্ত্রী[১]
প্রণীতা রাণী সরকার[২]

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর ইতিহাসে শিক্ষাদার্শনিক হিসেবে যাঁদের নাম স্মর্তব্য, তাঁরা হলেন সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, জ্যাঁ জ্যাক রুশো, জন ডিউই, এফ ফ্রয়েবেল প্রমুখ। শিক্ষার বিকাশে এঁরা দিয়ে গেছেন বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন। এঁদের মধ্যে প্লেটোর শিক্ষাদর্শন আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরীর অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও দার্শনিকজ্ঞান এবং শিক্ষার সম্প্রসারণে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শনে কালজয়ী বক্তব্য উপস্থাপন করে গেছেন। প্লেটোর শিক্ষাদর্শনের মূল কথাই হলো– 'শিক্ষার্থীর সত্যিকারের শিক্ষা হবে বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত (রহমান, ২০১৮ : ১০৬) ।' তাঁর মতে, শিক্ষা হবে অবিরাম প্রক্রিয়া। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সত্যিকারের দার্শনিক, বিজ্ঞানী এবং সমাজসেবক সৃষ্টি করা। জীবনের চরম মূল্যবোধ, কর্তব্য পরায়ণতা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রভৃতি মানবিক গুণের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হবে। শিক্ষাক্রমে মৌলিক বিষয়বস্তু আত্মোন্নয়ন এবং সমাজ অগ্রগতির সহায়ক হবে। চরম বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক রেখে নীতিশিক্ষা, শারীরিকশিক্ষা, সংগীত, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, শরীরচর্চা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্লেটোর শিক্ষাদর্শন মূলত ব্যক্তির যৌক্তিক ক্ষমতার উৎকর্ষসাধনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত ছিল। তাই প্লেটোর শিক্ষাদর্শনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার বহুমুখি বিকাশের সূচনা কীভাবে হয়েছিল এবং বর্তমানকালে এর উপযোগিতা কতটুকু, তা তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মূল শব্দঃ প্লেটো, দর্শন, শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, নারী শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ, সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা, রিপাবলিক, Laws, একাডেমি (শিক্ষালয়)।

মহান দার্শনিক প্লেটো গ্রিক দর্শনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তিনি ছিলেন জ্ঞানতাপস সক্রেটিসের সুযোগ্য শিষ্য। সক্রেটিসের মধ্যে যে চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল, প্লেটো তাকেই সুসংহত

[১] সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ইমেইল : promathamistry@gmail.com
[২] সহকারী শিক্ষক, শহীদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; ইমেইল : pronitasarker72@gmail.com

দর্শনের রূপ দিয়েছিলেন। শিক্ষা চিন্তাধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার এমন স্বাক্ষর রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা আজও পৃথিবীতে অবিনশ্বর হয়ে আছে। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে শিক্ষা চিন্তাধারা এক মৌলিক ও নতুন রূপ লাভ করেছিল। কাল পরিক্রমায় আমরা বর্তমান বিশ্বের যে আনুষ্ঠানিক ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা পেয়েছি, তার ভিত্তিমূলে রয়েছে প্লেটোর প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ শিক্ষাচেতনা। তিনি তাঁর শিক্ষাচিন্তায় ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। প্লেটোর শিক্ষাচিন্তা উন্নত জীবনাদর্শ ও শিক্ষাদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক হিসেবেও প্লেটো ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ সাধক পুরুষ। জ্ঞানচর্চায় ক্রমে প্লেটো বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা পান, যা আজও অব্যাহত আছে। তাঁর জ্ঞান ও মনীষা "প্লেটোর দর্শন" হিসেবে বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত (রহমান, ২০১৫ : ১২)। আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো প্লেটোর শিক্ষাচিন্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমসাময়িক কালের প্রাসঙ্গিকতার নিরিক্ষে তুলে ধরা।

শিক্ষা ও দর্শন

শিক্ষা

'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত 'শিক্ষ্' ধাতু থেকে এসেছে (√শিক্ষ্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্ = শিক্ষা) , যার অর্থ হলো অধ্যয়ন, উপদেশ, দমন ইত্যাদি (বিদ্যারত্ন, ২০০৫ : ৫৩০)। বাংলা ভাষায় শিক্ষার আর একটি যথার্থ শব্দ হলো 'বিদ্যা' (√বিদ্ + ক্যপ্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্ = বিদ্যা)। এটিও সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে এসেছে। 'বিদ্' ধাতুর অর্থ জানা, জ্ঞান আহরণ (বিদ্যারত্ন, ২০০৫ : ৪৮৬)। 'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Education'। এ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Educare, Educere, Educatum' হতে উৎপত্তি লাভ করেছে (ঢালী, ২০১৫ : ২১৯)। 'Ecare' শব্দের অর্থ হলো লালন-পালন করা (to bring up), পরিচর্যা করা (to nourish), প্রতিপালন করা (to sear up) । অর্থাৎ শিশুকে আদর-যত্নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। 'Educere' শব্দের অর্থ হলো 'E' মানে মধ্য হতে (out of form) এবং 'ducere' মানে বাইরে আনা, বাইরে পরিচালিত করা। সুতরাং 'Educere' শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ হলো ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা (to lead out, to draw out) বা অন্তর্নিহিত শক্তি বা গুণাবলির বিকাশ সাধনে সহায়তা করা। আর 'Educatum' শব্দের অর্থ হলো শিক্ষক বা শিক্ষাদান সংক্রান্ত। সুতরাং 'Educare', 'Educere', 'Educatum'-এর অর্থগত ভাবধারা পরস্পর সমার্থক চেতনানির্ভর। শিক্ষা দুই ধরনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংকীর্ণ অর্থ : পূর্বে শিক্ষা বলতে বুঝানো হতো শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা বা শাসন করা। শিশুকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে বিদ্যা অর্জন করার যে পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, তাকেই শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। শিক্ষা এই অর্থে বিদ্যালয় জীবন থেকে শুরু হতো এবং বিদ্যালয় ত্যাগ করার সাথে সাথে শেষ হতো। এই শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষাবিদরা সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলেছেন। শিক্ষার ব্যাপক অর্থ : ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া। এ শিক্ষা শুরু হয় শিশুর জন্মলগ্ন থেকে, আর শেষ হয় ব্যক্তির জীবনাবসানে। বিভিন্ন মনীষী শিক্ষাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন মনীষীর মতে শিক্ষার কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো :

সক্রেটিস বলেছেন– 'শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার (ঢালী, ২০১৫ : ২২১)'।
প্লেটোর মতে– 'দেহমনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষা (রহমান, ২০১৭ : ৬)'।
এরিস্টটলের মতে– 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হল শিক্ষা (ঢালী, ২০১৫ : ২২১)'।

রাসেলের মতে– 'শিক্ষা হল কতিপয় মানবিক গুণ যথা : সাহস, উদ্যম, অনুভূতিশীলতা, বুদ্ধিসত্তা ইত্যাদির বিকাশ সাধন। (ঢালী, ২০১৫ : ২২২)'।

এ আলোচনা থেকে বলা যায়, শিক্ষা হলো ব্যক্তির জীবনব্যাপী ক্রমবিকাশের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যা নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার আচরণের প্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন সাধনে সমর্থ করে।

শিক্ষার লক্ষ্য

কোনো কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য শিক্ষার যে সাধারণ গন্তব্য বা অভিপ্রায় ব্যাপকভাবে বিবৃত থাকে এবং যার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ফল লাভ হয়, তাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতবাদ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

প্লেটোর মতে– 'শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের আত্মার গতি প্রবাহকে সৎ ও আদর্শ পথে পরিচালিত করা। তাঁর মতে, আদর্শ শিক্ষা তাই যা শুধুমাত্র জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করতেই সাহায্য করে না, মানুষের অন্তরাত্মাকে প্রকৃত আদর্শের পথে পরিচালিত করার সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে (ঢালী, ২০১৫ : ২২৭)'।

সক্রেটিসের মতে– 'শিক্ষার লক্ষ্য হল নিজেকে জানা। মানুষের আত্মজ্ঞানই হল শিক্ষার লক্ষ্য। তাঁর মতে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সত্য আবিষ্কার (ঢালী, ২০১৫ : ২২৭)'।

এরিস্টটলের মতে– 'ব্যক্তিকে উন্নত জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। জ্ঞান অর্জনের দ্বারাই উন্নত ও সুসভ্য মানুষ এবং অনুন্নত ও অসভ্য মানুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয় (ঢালী, ২০১৫ : ২২৭)'।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কৃতিত্বের সেই বিন্দু বা লক্ষ্যস্থল, যা শিক্ষার লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত কোনো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার সমাপ্তিপর্বে অর্জন করতে সক্ষম হবে। উদ্দেশ্যের উৎস হলো লক্ষ্য, আর উদ্দেশ্য দ্বারা ধাপে ধাপে লক্ষ্য অর্জিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য লক্ষ্য একই থাকে কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের জন্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন হতে পারে।

শিক্ষার সার্বজনীন উদ্দেশ্য

আমরা জানি শিক্ষার পরিধি জীবনের পরিধির মতোই ব্যাপক ও বিশাল। শিক্ষার সার্বজনীন উদ্দেশ্যের পরিধিও তেমনই ব্যাপক এবং কোনো দেশ, কাল ও মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার সার্বজনীন উদ্দেশ্য পৃথিবীর সব দেশ, সব মানুষ এবং সব সময়ের জন্যই প্রযোজ্য। সময়ের পরিবর্তনে বা বিশেষ প্রয়োজনে এসকল উদ্দেশ্যের কোনো রকম পরিবর্তন সাধিত হয় না।

দর্শন

দর্শন শব্দটি সংস্কৃত দৃশ্ ধাতু থেকে এসেছে (√দৃশ্ + অনট্ = দর্শন (বিদ্যারত্ন, ২০০৫ : ২৬০)। 'দৃশ্' ধাতুর অর্থ হলো কোনো কিছু চোখে দেখা। এখানে চোখে দেখে কোনো কিছুর স্বরূপ উদঘাটন

করা বা সত্যের উপলব্ধি করাই হলো দর্শন। অর্থাৎ এ জগৎ সংসারের চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধানই হলো দর্শন, যা এ বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে শ্বাশত জ্ঞানের অনুসন্ধান করে। দর্শনের ইংরেজি শব্দ হল philosophy। এটি দুটো গ্রিক শব্দ 'philos' ও 'Sophia' হতে উদ্ভব হয়েছে। গ্রিক 'philos' অর্থ ভালোবাসা, অনুরাগ, প্রেরণা আর 'sophia' শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান, প্রজ্ঞা (knowledge)। সুতরাং 'philosophy' শব্দের অর্থ হলো জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা, প্রজ্ঞার প্রতি অনুরাগ (রহমান, ২০১৭ : ৭৮)। কাজেই অর্থগতভাবে বলা যায়, দর্শন হলো জ্ঞানের অনুরাগ বা সত্যের সন্ধান। নিম্নে বিভিন্ন মনীষীর মতে দর্শনের কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো :

সক্রেটিসের মতে– 'সত্যের সন্ধানের ক্রমাগত প্রচেষ্টাই হলো দর্শন (রহমান, ২০১৭ : ৭৮)'।

প্লেটোর মতে– 'শাশ্বত বাস্তব প্রয়োজনীয় প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টাই দর্শন (রহমান, ২০১৭ : ৭৮)'।

এরিস্টটল বলেন– 'সত্তা স্বরূপগত : যা এবং এই স্বরূপের অঙ্গীভূত যেসব বৈশিষ্ট্য তার অনুসন্ধান করে যে বিজ্ঞান তাই দর্শন (উদ্দিন ও দাস, ২০১৪ : ৩)'।

শিক্ষাদর্শন

শিক্ষাদর্শন দর্শনের একটি প্রায়োগিক শাখা, যা শিক্ষা সম্পর্কিত মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এটি শিক্ষার আদর্শ নির্ণয়, জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। শিক্ষার স্বরূপ, জ্ঞানগত বিষয় হিসেবে শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য নির্ণয়ে এবং সমস্যা সমূহের যৌক্তিক কাঠামো নির্ধারণে শিক্ষাদর্শন সাহায্য করে। দর্শনের ধারণা বিমূর্ত। শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই সকল বিমূর্ত ধারণার বাস্তবাভিত্তিক রূপদানের পরিকল্পনাকে শিক্ষাদর্শন বলা হয়। শিক্ষাবিদ জন ডিউইর মতে, 'শিক্ষার সাধারণ তত্ত্বই দর্শন (মালেক ও অন্যান্য, ২০১৮ : ৫৫)'। তাই শিক্ষাদর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায়, দর্শনের যে প্রায়োগিক শাখায় শিক্ষাক্ষেত্রে দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ, পদ্ধতি ও নীতিমালার প্রয়োগ এবং শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে মূল সত্যে পৌছার চেষ্টা করা হয়, তাকে শিক্ষাদর্শন বলে। শিক্ষাদর্শনের প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ হচ্ছে– শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক, বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি, শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার কার্যাবলি, শিক্ষার বিভিন্ন প্রত্যয়, তত্ত্ব ও সূত্র নির্ধারণে দার্শনিক মতবাদসমূহ ইত্যাদি (মালেক ও অন্যান্য, ২০১৮ : ৫৫)। দর্শন কতকগুলি পরম ধারণা আমাদের স্থির করে দেয়, যেগুলি শিক্ষা ও শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিরূপে কাজ করে। আধুনিককালের শিক্ষাব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি প্রণয়নের জন্য চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও শিক্ষাবিজ্ঞানীদের সম্মিলিত চিন্তাধারায় শিক্ষাদর্শনের রূপ দেয়া আবশ্যক। নিম্নে বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণের মতে শিক্ষাদর্শনের কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো :

সুশীল রায়ের মতে, 'দার্শনিক মতবাদগুলোর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষা আদর্শের পারস্পারিক সম্পর্ক ও প্রয়োগ আলোচনার শাস্ত্রই হলো শিক্ষাদর্শন (রহমান, ২০১৮ : ১৭)'।

এম. আর. চার্লসের মতে, 'সামাজিক পরিবেশে দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগে মানবীয় গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ এর বিষয়ই হলো শিক্ষাদর্শন (রহমান, ২০১৮ : ১৭)'।

জন ডিউইর মতে, 'জীবনের রহস্য উদঘাটন এবং তার প্রয়োগের বিজ্ঞানই হলো শিক্ষাদর্শন (রহমান, ২০১৮ : ১৭)'।

শিক্ষা ও দর্শনের সম্পর্ক

শিক্ষা ও দর্শন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পদ্ধতি-প্রক্রিয়া এবং কৌশল নির্ধারণে দর্শন সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে শিক্ষা ব্যক্তির দর্শন, মূল্যবোধ এবং সামাজিক চিন্তাকে আরও বেশি শাণিত করে দর্শন তথা দার্শনিক মতবাদের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করে। ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে বাস্তবমুখি কর্মকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত করার সামগ্রিক প্রক্রিয়াই হলো শিক্ষা। আবার বাস্তবমুখি চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো দর্শনের কাজ। সুতরাং শিক্ষা এবং দর্শনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অতি নিবিড়। এরা পরস্পরের পরিপূরক।

অতীত বিভিন্ন সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা থেকে দেখা যায়, মানুষের জীবন দর্শনের সাথে শিক্ষার গভীর সম্পর্ক ছিল। তবে বর্তমানকালেও দর্শনতত্ত্বের অনুশীলন করে সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে অনেক রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষার রূপদান করেছে। সাম্প্রতিককালে একাডেমিক ও পেশাগত প্রয়োজনে শিক্ষায় দর্শন মতবাদের প্রয়োগের প্রচেষ্টা থেকে শিক্ষাদর্শন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে মানবজাতি শিক্ষার উৎসরূপে দার্শনিকদের বিমূর্ত চিন্তা প্রয়োগের যে চেষ্টা চালিয়েছিল, আধুনিককালে সেই অনুশীলনের ফল হলো শিক্ষাদর্শন। মহান দার্শনিকগণ নিজেরাই দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। গ্রিসের প্লেটো ও এরিস্টটল, চিনের কনফুসিয়াস, আমেরিকার ডিউই, ভারতের রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী প্রমুখ তাঁদের দর্শন-মতবাদকে শিক্ষার কাজে নিজেরাই প্রয়োগ করেছেন (বিশ্বাস ও অন্যান্য, ২০২০ : ৪৯)। শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি প্রশ্ন আসে। যেমন তার কী শিক্ষার দরকার আছে ? কী জন্য তাকে শিক্ষা দিতে হবে ? কে তার শিক্ষা দেবে ? তার শিক্ষাক্রম কীরূপ হবে ? তার শিক্ষার প্রক্রিয়া কীরূপ হবে ? মানুষের পূর্ণজীবন কীরূপ ? তা কীভাবে গঠিত হয় ? শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ কীরূপ হবে ? তার শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল কী হবে ? শিক্ষাক্রমে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে ? কোন বিষয় বাদ দেয়া হবে ? এই প্রকারের প্রশ্নের উত্তর দর্শন থেকে পাওয়া যায়। আমাদের একালের এমন কোনো দিক নেই, যা দর্শন দ্বারা প্রভাবিত নয়। অতএব বলা যায়, শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা এবং চিরায়ত প্রাসঙ্গিকতার সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্লেটোর দর্শনে শিক্ষার অবস্থান

বিশ্বখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটো আনুমানিক ৪২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের এক ধনী ও অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অ্যারিস্টন এবং মাতার নাম পেরিকটিয়ন। প্লেটোর ছিল দুই ভাই ও এক বোন। বাল্যকাল থেকেই প্লেটো ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী, যৌবনে ছিলেন সুদর্শন পুরুষ, পৌঢ়ে ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত চিরভাস্বর মহান দার্শনিক। প্রায় ৮০ বছর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

প্লেটো বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁদের কারও কাছে শিখেছেন সংগীত, কারও কাছে শিল্প, কারও কাছে সাহিত্য, আবার কারও কাছে পাঠ নিয়েছেন বিজ্ঞানের। সক্রেটিসের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই ছিল প্লেটোর গভীর শ্রদ্ধা। প্রায় ২০ বছর তিনি সক্রেটিসের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। সক্রেটিসের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর পাশে ছিলেন।

প্লেটোর ভাবনা-চিন্তার ফসল তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি। প্লেটোর রচিত *এপলোজি* সক্রেটিসের মতবাদেরই সমর্থন। তাঁর অন্যসব গ্রন্থের মধ্যে আছে *কার্মিডীয়, ক্রাইটো, প্রটাগোরাস, আয়ন, ফীড্রাস, গর্জিয়াস, মেনো থীয়েটিটাস, সফিস্ট, পার্মেনিডীস, সিমপোসিয়াম, ফীডো, ফিলিবাস, রিপাবলিক, টাইমীয়াস, ক্রিটিয়াস, ল'য* (Laws) ইত্যাদি (রহমান, ২০১৫ : ১২)। তাঁর লিখিত *রিপাবলিক* এবং *Laws*-এর মধ্যে তাঁর শিক্ষাসম্পর্কীয় ভাবধারার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই প্লেটো সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রাসেল বলেছেন– 'প্লেটো শুধু ভাবুক ছিলেন না, ছিলেন কলাকুশলী। তাঁর প্রতিটি রচনাই সাহিত্যিক নিপুণতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন (হার্ট, ২০০৪ : ৬৫)'।

প্লেটোর জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো সক্রেটিস এবং তাঁর প্রজ্ঞা। প্লেটোর জন্ম না হলে সক্রেটিস-প্রদত্ত দর্শনের অপমৃত্যু হতো। তিনি তাঁর বন্ধু এবং শিষ্য ইউক্লিড 'মেঘরা দর্শন সম্প্রদায়'-এর প্রবর্তন করেন। স্টেইসের মতে– এখানে ইউক্লিডের প্রভাবাধীন প্লেটো পারমিনাইডিসের দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। ইতালিতে তিনি পিথাগোরাস সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে প্রবাসে জীবন কাটিয়ে অবশেষে এথেন্সে ফিরে এলেন।

প্লেটোর *রিপাবলিক* মূলত একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন। এই গ্রন্থে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব। প্লেটো শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে যে দার্শনিকতত্ত্ব উপহার দিয়ে গেছেন, তা বর্তমানকালের শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জন ডিউই প্লেটোর মতো প্রায় একই কথা বলেন, 'শিক্ষা হল পরিপূর্ণ জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া (রায়, ২০১৩ : ১০)'।

প্লেটোর দর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ণয়ে প্লেটো তাঁর গুরু সক্রেটিসের পথ অনুসরণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, 'যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের মনকে আলোকিত করে না, মনের অন্ধকার গুহাগুলো জ্ঞানের আলোকে প্রজ্বলিত করে না, সে শিক্ষা আসল শিক্ষা নয় (খান, ২০০৯ : ১১৯)'। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'জীবনের যা আদর্শ, শিক্ষারও আদর্শ তাই (লতিফ, ২০০৭ : ৩)'। কারণ মানুষের অন্তরের ক্ষমতা অসীম ও সৃজনশীল। প্লেটো বলেছিলেন, গ্রিস দেশের সমাজব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে ব্যক্তিজীবনের নৈতিক মানকে উন্নত করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্য নিজেকে বড় করে দেখেছেন। মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে তার জীবনের নৈতিক প্রাণ ধর্মকে খুঁজে পাবে। মনরোর মতে–

> 'Plato attempted to formulate a new basis for the moral life which gives sufficient scope for the individual while at the same time providing an ample basis for institutional life. (রায়, ২০১৩ : ৬১৯)'।

শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তিজীবনের নতুন নৈতিক আদর্শ গড়ে তুলে তার ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ বিকাশ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জীবনধারণের উপযোগী করে গড়ে তোলা। প্লেটোর শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জন ডিউই বলেছেন–'ব্যক্তিসত্তার অনুভূতির সঙ্গে স্থিতিস্থাপকতা ও ঐক্যের সংগতিস্থাপনই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য। জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে অনুসরণ করা ও সেই সম্বন্ধে সচেতন

করা হল তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য (রায়, ২০১৩ : ৬১৯)'। প্লেটো বাইরের কোনো বাস্তবধর্মী প্রক্রিয়াকে শিক্ষা বলে অভিহিত করেননি। তিনি শিক্ষাকে আত্মার পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি 'শিক্ষা' শব্দটির একটিমাত্র সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন 'Conversion', অর্থাৎ তাঁর মতে শিক্ষা হলো এক ধরনের রূপান্তর প্রক্রিয়া। ব্যক্তির অন্তরাত্মাকে প্রকৃত দর্শনের দিকে পরিচালিত করা হলো শিক্ষার লক্ষ্য। অর্থাৎ–

> 'The purpose of Education is to turn the whole soul round, in order that the eye of the soul or reason may be directed to the right quarter. Education does not generate or infuse a new principle : it only guides and directs a principle already in existence. (রায়, ২০১৩ : ৬২০)'।

প্লেটোর শিক্ষাদর্শন বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি পরিলক্ষিত হয়ঃ

ক) সুনাগরিকত্ব ও সদ্‌গুণাবলি অর্জন;
খ) দেহ ও আত্মার সুষম বিকাশ; ও
খ) শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য।

প্লেটোর শিক্ষণ পদ্ধতি

প্লেটো বলেছেন যে শিশুর শিক্ষা খুব অল্প বয়সে শুরু হবে না। যদিও তাঁর কালে শিক্ষাপদ্ধতি যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত ছিল, তবু প্লেটো তাঁর পাঠদানপদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন যে শিক্ষণীয় বিষয়কে আকর্ষণীয় করার মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। জোরপূর্বক কোনো কিছু তার ওপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। তাই তিনি শিখন পদ্ধতি হিসেবে তিনটি নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যথা–

ক) গল্পচ্ছলে শিক্ষা,
খ) খেলাচ্ছলে শিক্ষা, ও
গ) অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা।

শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে গল্প বলার মাধ্যমে। তিনি শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে খেলাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। তাঁর রচিত *Laws* নামক গ্রন্থে তিনি খেলার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে অনুকরণের কৌশলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অনুকরণের মাধ্যমে শিশুর নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংঘটিত হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের নৈতিক জীবনের বিকাশের জন্য জীবনের প্রভাব প্রয়োজন অর্থাৎ অনুকরণের জন্য তার সামনে আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন।

প্লেটোর শিক্ষাক্রম

প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে তিন ধরনের শিক্ষাক্রমের উল্লেখ করেছেন। যথা-

ক) প্রাথমিক শিক্ষা,
খ) মাধ্যমিক শিক্ষা, ও
গ) উচ্চ শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মনে সৌন্দর্যচেতনা তথা নীতিবোধের উন্মেষ ঘটবে। মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্রগঠন, শৃঙ্খলাবোধ, কর্তব্যজ্ঞান, সত্য উপলব্ধি ও জীবনের মূল্যবোধ ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটবে। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত জটিল সমস্যা সমাধান হবে।

প্লেটোর প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু

প্লেটোর শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে রাস্ক যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তা হলো– 'Nothing must be admitted in education which does not conduct to the promotion of virtue (রায়, ২০১৩ : ৬২০)'। তিনি তাঁর পাঠ্যক্রমের ভেতর ভগবৎচিন্তা সম্পর্কীয় গল্পকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। এইসব গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনের সত্যাদর্শ গড়ে তোলা যাবে। এই সব গল্পের মধ্যে অসৎ ব্যক্তি বা চরিত্রকে যাতে বড় করে দেখানো না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্লেটো শিশুর কল্পনা শক্তিকে বিকাশ করার জন্য শিল্পচর্চা এবং হাতের কাজের ব্যবস্থা রাখার কথা বলেছেন। তিনি আত্মার বিকাশের জন্য সংগীতের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে–

> 'Musical training is a more potent instrument than any other, because rhythm and harmony find their way into the inword places of the soul on which they mightily fasten, imparting grace .. .. (রায়, ২০১৩ : ৬২১)'।

তিনি বলেন শিক্ষাক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শরীর চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। শরীরচর্চার উদ্দেশ্য আনন্দ নয়, তার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে জীবনের যে কোনো রকম কাজের জন্য প্রস্তুত করা। তিনি উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রমে গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ও নির্ধারণ করেছেন। তিনি এই বিষয়গুলি চর্চার মাধ্যমে যুক্তিশক্তির বিকাশ এবং প্রকৃত জীবনাদর্শ গড়ে তোলার কথাই বলেছেন। তাঁর উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাস্ক মন্তব্য করেছেন- 'Through Mathematics to metaphysics (রায়, ২০১৩ : ৬২১)'।

শিক্ষালয় সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা

প্লেটো তাঁর শিক্ষাদর্শনকে বাস্তব রূপদানের জন্য খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৭ অব্দে একটি একাডেমি স্থাপন করেন (ভূইয়া, ২০১৬ : ১৫)। অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদ এই একাডেমিকে পৃথিবীর প্রথম প্রগতিশীল শিক্ষালয় হিসেবে বর্ণনা করেন। প্লেটোর একাডেমিতে শিক্ষার্থীগণ পরিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতো। এই শিক্ষালয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পাওয়ার (Power) বলেন– 'The academy was a school, home, church and moral society all in one. It was a place for learning ; it

was also a place of living (রায়, ২০১৩ : ৬২১)'। সেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সময় সক্রিয়তার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। শিক্ষার্থীগণই তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা রচনা করে তাকে কার্যকরী করত। শিক্ষক কেবল সহায়কের ভূমিকা পালন করতেন। শিক্ষকের শিক্ষণ কৌশল এখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলকেন্দ্রিক ছিল। প্লেটোর একাডেমির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে পাঠদানের সময় অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক প্রদীপন (Teaching aids) বা মূর্তবস্তু ব্যবহার করা হতো। প্লেটোর মন্তব্য– 'আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে যা কিছু সুন্দর তাকে ভালোবাসতে শেখানো (রহমান, ২০১৫ : ১৯)'।

প্লেটোর দর্শনে শিক্ষক

প্লেটোর মতে শিক্ষক হবেন ভাববাদী চিন্তার প্রত্যক্ষ ফসল। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করবেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে অনুসরণ করা ও সেই সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হলো শিক্ষকের দায়িত্ব। শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তিকে বিকাশের জন্য শিক্ষক হবেন সচেষ্ট। তিনি শিক্ষার্থীদের ভালোবাসবেন। প্লেটোর এ কথা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় প্রতিফলিত হয়– 'যারা ভালোবাসতে পারে তারাই শুধু শিক্ষক হবার যোগ্য,' 'Only he can teach who can Love (ঠাকুর, ২০১২ : ভূমিকা-রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন)'।

প্লেটোর দর্শনে ধর্মশিক্ষা

এই শিক্ষা শুরু হবে ধর্ম দিয়ে। শিশুদের কাছে ঈশ্বরের চরিত্রকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থা পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে শুরু হবে এবং এইসব কাহিনিগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কাহিনির মাধ্যমে যদি দেবতাদের এবং বীরদের চরিত্র যথাযথভাবে অর্থাৎ কল্যাণকরভাবে প্রকাশিত না হয়, তাহলে সেই সব কাহিনি শিশুদের মনের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। নাটক, মহাকাব্য, গীতিকাব্য যাই রচনা করা হোক না কেন, তাতে দেবতাদের চরিত্রকে সুন্দর করে চিত্রিত করতে হবে। দেবতাদের যেমন কল্যাণময় করে চিত্রিত করতে হবে, তেমনই বীরপুরুষ ও মানুষের চরিত্রকেও তাদের সবচেয়ে উন্নতরূপে চিত্রিত করতে হবে। প্লেটো শিশুদের মধ্যে কাহিনির মাধ্যমে দেবতাদের প্রতি, মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভাই-বোনদের প্রতি ভালোবাসা জাগানের কথা বলেছেন। তিনি সাহসিকতা, সত্যবাদিতা, আত্মসংযম প্রভৃতি সৎগুণাবলি যাতে তাদের মধ্যে উন্মেষিত হয়, তার কথাও বলেছেন।

প্লেটোর কল্পিত রাষ্ট্রে দার্শনিক রাজা ও শিক্ষা

প্লেটোর স্বপ্ন ছিল গ্রিসের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু মহান দার্শনিক সক্রেটিসকে স্বৈরাচারী শাসকচক্র অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়ায় প্লেটোর হৃদয় ভীষণভাবে ব্যথিত হয়। বাস্তবতা হলো ন্যায়হীন রাষ্ট্র মানবতার কল্যাণ সাধন করতে পারে না। তাই ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি। শিক্ষাকে যদি সত্যি রাষ্ট্র-সমাজের কল্যাণের নিয়ামক হতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন পরিচালিত হতে হবে। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিককে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন:

ক) দার্শনিক,
খ) সৈনিক, ও
গ) উৎপাদক শ্রেণি।

দার্শনিক শ্রেণির কাজ হবে রাষ্ট্রপরিচালনা, সৈনিকের কাজ হবে দেশ রক্ষা এবং উৎপাদক শ্রেণির কাজ হবে দেশের সকল প্রকার খাদ্য ও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের দায়িত্বগ্রহণ। প্লেটোর সকল মৌলিক দর্শনের মধ্যে দার্শনিক রাজার শাসন সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তি ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই দার্শনিক রাজা। সৌন্দর্য, চিন্তামূলক ও দার্শনিক এ তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যেই দার্শনিক রাজার সার্থকতা নিহিত। প্লেটো দার্শনিক রাজা তৈরি করার জন্য তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমের কথা বলেছেন। সুশিক্ষা ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞানবান, ন্যায়বান ও সত্যবাদী শাসক গড়া যায় না। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষিত এই দার্শনিক রাজার হাতেই থাকবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা। শাসকবৃন্দ যতক্ষণ দার্শনিক জ্ঞানের অধিকারী না হবেন, ততক্ষণ রাষ্ট্রগুলির বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো আশা থাকে না। সক্রেটিসের মতে, 'মানুষের অনৈতিক কাজের আসল কারণ হলো সঠিক জ্ঞানের অভাব। তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথাটি হল, সকল জ্ঞানই প্রত্যয় নির্ভর (রহমান ও অন্যান্য, ২০০৩ : ৭৯৯)'। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র এবং দার্শনিক রাজার শাসন নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা থাকলেও আমরা মনে করি জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ দার্শনিক রাজার হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়। তাই প্লেটোর কল্পিত রাষ্ট্রে দার্শনিক রাজা তৈরির চিন্তা কাল্পনিক নয়, বরং প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী।

প্লেটোর দর্শনে নারী শিক্ষা

প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে নারীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন স্ত্রীজাতি সামাজিক বিকাশে তাদের সৃজনী প্রতিভাকে ব্যক্ত করতে পারে। এজন্য নারীদেরকে পুরুষদের মতো শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নারীশিক্ষা সংক্রান্ত আধুনিক সকল উপাদানই তাঁর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। তিনি প্রত্যেক নারীর সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে উপযুক্ত পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন গতানুগতিক পরিবার জীবনে স্ত্রীজাতির সৃজনী স্পৃহার বিকাশ সম্ভব নয়। আদর্শ রাষ্ট্রে তাদের কাজ শুধু ঘরে থেকে সন্তান পালন করা নয়। তারা সংগীতচর্চা ও ব্যায়ামের অনুশীলন করবে। যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে নারীরাও পুরুষের সমান মর্যাদা পাবে।

প্লেটোর শিক্ষাচিন্তায় ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি

দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে ভাববাদ প্রাচীনতম। ভাববাদীদের মধ্যে প্লেটো, স্পিনোজা, ফ্রয়েবেল, পেস্তালৎসি প্রমুখ ব্যক্তি অন্যতম। এঁদের মধ্যে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন প্লেটো। ভাববাদী দার্শনিক প্লেটো মানুষ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক ভাবমূলক সত্তার অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, 'মানুষ একটা আধ্যাত্মিক সত্তা নিয়ে জন্মায়। শিক্ষার মধ্যে দিয়েই হবে তার প্রকৃত আত্মোপলব্ধি (ঢালী, ২০১৫ : ৭)'।

প্লেটোর ভাববাদী দর্শন শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রয়োগ উভয় দিকের ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে আত্মোপলব্ধি, ব্যক্তির উন্নতি সাধন, সার্বজনীন শিক্ষা, সৃজনী শক্তির বিকাশ, কৃষ্টির উন্নতি, নৈতিকতা বোধের উন্মেষ। তিনি মানুষের ধর্মীয়, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও নান্দনিক

বিকাশ সাধনকেই অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করেন। তাঁর মতে সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার জন্য শিক্ষাক্রমে থাকবে– শরীরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ব্যায়াম, শরীরচর্চা ইত্যাদি। বৌদ্ধিক উন্নতির জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হবে। নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতির জন্য ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিক্ষার্থীর নান্দনিক বোধের উন্মেষের জন্য চারুকলা, সংগীত, অংকন প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে। শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত সত্তা বিদ্যমান শিক্ষার মাধ্যমে তার বিকাশ ঘটানোই ভাববাদী শিক্ষকের প্রধান কাজ। প্লেটোর মতে ভাববাদী শিক্ষক হবেন আদর্শপরায়ণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। শিক্ষার্থী তাঁর জীবনদর্শন অনুসরণ করবে। শিক্ষকের চারিত্রিক প্রভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। তিনি শিক্ষার্থীদের আত্মোপলব্ধিতে সহায়ক হবেন। ভাববাদী শিক্ষক শিশুর সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করবেন না, শিক্ষার্থীদেরকে স্বনির্ভর, স্বাধীন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে সক্ষম হবেন।

সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ধারাসমূহ উল্লেখপূর্বক প্লেটোর শিক্ষাদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

শিক্ষার উপাদান

প্লেটো শিক্ষার তিনটি মুখ্য উপাদান হিসেবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং পাঠ্যক্রমকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর সময় থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উক্ত তিনটি উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এক একটি উপাদানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কোনো সময় পাঠ্যক্রমের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে সম্পূর্ণ শিক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয়। আবার কোনো সময় শিক্ষককে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা সংঘটিত হয়। কখনো বা শিক্ষার্থীকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাপ্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। আধুনিককালের শিক্ষাবিদগণও প্লেটোর এই ধারণায় সহমত প্রকাশ করেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি

প্লেটোর শিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথা হলো– ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং সক্রিয়তা। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে তার আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পায়, সেভাবেই শিক্ষণ পদ্ধতি রচনা করতে হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং সক্রিয়তা এই দুটি নীতির ওপর ভিত্তি করে আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষণ পদ্ধতি পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলেছেন। ডাল্টন পরিকল্পনা, প্রজেক্ট পদ্ধতি ইত্যাদি থেকে শুরু করে আধুনিক বিভিন্ন ধরনের স্বতঃশিক্ষণ কৌশলগুলি আধুনিক শিক্ষাবিদগণের সেই প্রচেষ্টার ফল। প্লেটো তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে গল্প ও খেলাচ্ছলে শিক্ষার কথা বলেছেন। যে কোনো শিক্ষণ পদ্ধতিকে গল্প ও খেলাভিত্তিক করার প্রচেষ্টাও আধুনিকতার পরিচায়ক। তাই বলা যায়, আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি বিকাশের সূচনা প্লেটোর হাতেই হয়েছিল।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা

প্লেটো শিক্ষার্থীর চাহিদা, অনুরাগ, মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতার বিচারে শিক্ষা পরিচলনা করতে বলেছেন। শিক্ষক এবং পাঠ্যক্রমের ভূমিকা শিক্ষার্থীর ভূমিকার দ্বারা নির্ধারিত হবে। শিক্ষক জোর করে শিক্ষার্থীর ওপর জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। শিশু তার মানসিক সংগঠন অনুযায়ী যতটুকু প্রয়োজন বোধ করবে, ততটুকু গ্রহণ করবে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও শিক্ষার্থীর স্বাধীন ক্রিয়াকে

বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই বলা যায় যে প্লেটোর শিক্ষাদর্শনের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

শিক্ষা উপকরণ

শিশু হাতে-কলমে কাজ করে নিজে যা শিখবে, তাই হবে তার কাছে অর্থপূর্ণ শিক্ষা। শিশুকে কার্যকরী শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অপরিহার্য। অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার প্রথম প্লেটোর একাডেমিতেই হয়েছিল।

শিক্ষালয়

আধুনিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক। প্লেটোর প্রতিষ্ঠিত একাডেমি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই আজকের এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকাশ শুরু হয়। বিদ্যালয় সম্পর্কে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রবর্তন সর্বপ্রথম প্লেটোর প্রতিষ্ঠিত একাডেমিতে হয়েছিল।

শিক্ষার স্তর

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এই তিনটি স্তরের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্লেটোর শিক্ষা কার্যক্রমও এই তিনটি স্তরের মাধ্যমেই পরিচালিত হতো।

শিক্ষার লক্ষ্য

প্লেটো তাঁর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের কথা বলেছেন। বর্তমানে শিক্ষার লক্ষ্যে যেমন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলি বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়, তেমনই সমাজের চাহিদার ওপরও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়।

অতএব প্লেটোর শিক্ষাদর্শনের মূল বিষয়বস্তুগুলি বা লক্ষণগুলি এবং সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ধারাগুলির আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, প্লেটোর শিক্ষাসম্পর্কীয় চিন্তাভাবনা তাঁর যুগকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে এক চিরকালীন সত্য। তিনি এক আদর্শ শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা মানুষের দেহ ও আত্মার বিকাশের সহায়ক। আধুনিক শিক্ষার সকল উপাদানই তাঁর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে বিদ্যমান। গ্রিক চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য হলো সমন্বয়। তাই প্রাচীন গ্রিসের চিন্তাধারার মধ্যে অন্য দেশের উন্নত আদর্শের সার্থক সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় এবং এই কারণে তাঁর উপযোগিতা কালের সীমাকে অতিক্রম করে বর্তমান শিক্ষাচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। প্লেটোর শিক্ষাদর্শন বিশেষভাবে তাঁর দেশের নাগরিক গঠনের পরিকল্পনা হিসেবে রচিত হয়েছিল। নাগরিকতার জন্য শিক্ষা এবং জাতির নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য শিক্ষা তাঁর শিক্ষাচিন্তার অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। আর সেই নাগরিকতার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালিত করা আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই কারণে এই শিক্ষানীতি আধুনিক সমাজব্যবস্থারও উপযোগী। শুধু পরিবর্তিত সমাজ আদর্শ ও নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে যদি প্লেটোর শিক্ষানীতির কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে তা বর্তমানেও কার্যকরী হবে। অন্যদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, প্লেটোর এই শিক্ষাচিন্তা আধুনিক মনোবিদ্যার নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে শিক্ষাকে আবদ্ধ না করে খেলা, গল্প ও অনুকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে সহজ ও চিত্তাকর্ষক করে শিশুকে শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছেন। এরকম ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা আমরা প্রাচীন

ভারতেও দেখতে পাই। 'ভারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা তাঁর পঞ্চতন্ত্রে রাজা অমর শক্তির পুত্রদের (বসুশক্তি, উগ্রশক্তি ও অনেকশক্তি) খেলা, গল্প ও অনুকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন (ভৌমিক, ২০১০ : পৃ. ভূমিকা)'। যার মধ্যে প্লেটোর দর্শন বিদ্যমান। আধুনিক বিশ্বের শিক্ষাপদ্ধতিতেও গল্প, খেলা ও অনুকরণ এই তিনটি নীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এক কথায় প্লেটোর শিক্ষাদর্শন আধুনিক শিক্ষাদর্শনের সূতিকাগার। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্লেটোর শিক্ষাদর্শনের মাধ্যমে শ্রেণিকাঠামো নির্মাণের উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে শিক্ষাদার্শনিক হিসেবে প্লেটোর নাম চিরস্মরণীয়। জ্ঞানের প্রসারণ, মৌলিকতা ও প্রভাবের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার মূলনীতিগুলি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শিক্ষাদর্শন আধুনিক শিক্ষাকে অনেক বেশি সুষমামণ্ডিত করেছে, যা আজকের উন্নত সভ্যতার যুগের শিক্ষা ক্ষেত্রেও শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করা হয়। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে কিন্তু প্লেটোর শিক্ষা সম্পর্কিত মতবাদগুলির গুরুত্ব একটুও কমেনি। ৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহান দার্শনিক প্লেটো মৃত্যুবরণ করলেও আজও বেঁচে আছে তাঁর শিক্ষাদর্শন। বিশ্বব্যাপী আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা। তিনি শিক্ষার ভাবধারা এবং পদ্ধতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন। তাঁরই চিন্তাধারার উৎস থেকে বর্তমান শতাব্দীর বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ আধুনিক শিক্ষার ভাবধারাকে তাঁদের কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করছেন। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্লেটোর অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা হয়। তাঁর শিক্ষাদর্শন আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক অমূল্য দলিল।

তথ্যনির্দেশ

১. রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর (২০১৮), *শিক্ষার দার্শনিক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি*, ঢাকা

২. রহমান, বদিউর (২০১৫), *ধ্রুপদী সাহিত্যতত্ত্ব*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা

৩. বিদ্যারত্ন, গিরিশচন্দ্র সংকলিত (২০০৫), *শব্দসার* (সংস্কৃত-বাঙ্গালা অভিধান), কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো

৪. ঢালী, অধ্যাপক স্বপন কুমার (২০১৫), *শিক্ষার ভিত্তি*, ঢাকা

৫. রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর ও খান, মো. আবদুল আউয়াল (সম্পাদিত) (২০১৭), *মাধ্যমিক শিক্ষা*, ঢাকা

৬. উদ্দিন, মো: আমেজ ও দাস, সুভাষ চন্দ্র (২০১৪), *শিক্ষাদর্শন*, ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

৭. মালেক, আব্দুল ও অন্যান্য (২০১৮), *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মুঞ্জরী কমিশন

৮. বিশ্বাস, প্রদীপ কুমার ও অন্যান্য, (রচনা ও সম্পাদিত) (২০২০), *সমাজ বিজ্ঞান দর্শন*, ঢাকা : বেলায়েত গ্রন্থ প্রকাশক

৯. হার্ট, মাইকেল এইচ ও হোসেন, মকবুল (সম্পাদিত) (২০০৪), *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী*, ঢাকা : তানিয়া বুক ডিপো

১০. রায়, সুশীল (২০১৩), *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন*, কলকাতা : সুমা বুক হাউজ

১১. খান, শাওয়াল (২০০৯), *শিক্ষাজগৎ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

১২. লতিফ, আবু হামিদ (২০০৭), *শিক্ষা শিখন প্রশিক্ষণ*, ঢাকা

১৩. ভূইয়া, সুলতান মাহ্‌মুদ (সংক. ও সম্পা.) (২০১৬), *শিক্ষা পরিভাষা কোষ*, ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১২), *শিক্ষা*, ঢাকা : প্যাপিরাস

১৫. রহমান, ম. হাবিবুর ও অন্যান্য (সম্পা.) (২০০৩), *শিক্ষাকোষ*, ঢাকা : আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং

১৬. ভৌমিক, দুলাল (অনুবাদিত) (২০১০) *বিষ্ণুশর্মা*, পঞ্চতন্ত্র, ঢাকা

গ্রন্থপঞ্জি

এহসান, ড. মো. আবুল (১৯৯৭), *শিক্ষাক্রম উন্নয়ন : নীতি ও পদ্ধতি*, ঢাকা : ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী

হাকিম , আবদুল (১৯৬২), *পড়া ও লেখা শিখানো*, ঢাকা : হাকিম বুক শপ

আলী ড. মো: আজহার ও বেগম হোসনে আরা (২০০১), *শিক্ষাদানের কলাকৌশল ও পদ্ধতি*, ঢাকা : মুক্তি প্রিন্টার্স

খাতুন, শরিফা (২০১৬), *প্লেটোর কাল্লিপলিস*, ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশন্স

কাদের, এম. এ. (১৯৯৯), *শিক্ষাক্রম– তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক*, ঢাকা : আল–আমিন প্রেস

হালদার, শ্রীগৌরদাস (২০০২), *শিক্ষণ-প্রসঙ্গে বিদ্যালয় সংগঠন ও শিক্ষণ-বিজ্ঞান*, কলিকাতা : ব্যানার্জি পাবলিশার্স

হক, মুহাম্মদ নাজমুল (১৯৮৫), *শিক্ষা-প্রযুক্তি (আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি

ঘোষ, রণজিৎ (১৯৭২), *শিক্ষা-পদ্ধতি ও পরিবেশ*, কলিকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

ঘোষ, রণজিৎ (১৯৮৯), *শিক্ষাদর্শন পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস*, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী

করিম, সরদার ফজলুল (১৯৭৩), *দর্শনকোষ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি

Sampath , K and others (1994). *Introduction To Educational Technology.* New Delhi : Sterling Publishers Private Limited

AGGARWAL,J C (1995). *ESSENTIONALS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY : TEACHING LEARNING,* (INNOVATIONS IN EDUCATION), Vikas Publishing house pvt. Ltd.